ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-৯১৪

আগরতলা, ১৫ আগস্ট,২০২৪

আসাম রাইফেলস ময়দানে ৭৮তম স্বাধীনতা দিবসে মুখ্যমন্ত্রী প্রদত্ত ভাষণ

প্রিয় ত্রিপুরাবাসী,

- স্বাধীনতা দিবসের এই পূণ্য লগ্নে আজ আমরা জাতির কষ্টার্জিত ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করতে এখানে সমবেত হয়েছি। আমরা আমাদের দেশের বীর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, যাঁরা আমাদের স্বাধীনতা উপহার দেওয়ার জন্য ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সাহসিকতার সাথে লড়াই করেছিলেন । আমরা স্মরণ করছি, সেইসব স্বপ্নদ্রষ্টাদের যাঁরা আমাদের দেশের ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন এবং সেইসব অজানা দেশপ্রেমিকদের যাঁরা আমাদের অগ্রগতিতে অবদান রেখে চলেছেন ।
- এই স্মরণীয় দিনটি উদ্‌যাপনের পাশাপাশি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের রাজ্যের অগ্রগতির যাত্রাপথের একটি বিবরণ তুলে ধরা হয় । সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং মনমুগ্ধকর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য ত্রিপুরা সবসময় আমাদের দেশে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আসছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্যের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে এবং এই অগ্রগতির কিছু উল্লেখযোগ্য প্রতিবেদন আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পেরে আমি গর্বিত।
- বিগত বছরগুলিতে এক শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ ত্রিপুরা গড়ে তোলার জন্য আমরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি । আমরা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেছি। অনেক বাধা অতিক্রম করেছি এবং সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছি। আজ আমরা বিকাশের এক নতুন যুগের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। আমাদের সরকার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক কল্যাণ ও মানব সম্পদ উন্নয়নের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে ।
- আমাদের এই এগিয়ে চলার অভিমুখ আমাদের অন্তর্ভুক্তি, স্থায়িত্ব এবং সুশাসনের নীতি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে । রাজ্যের প্রত্যেক নাগরিকের কাছে উন্নতমানের শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা সুনিশ্চিত করতে আমরা

অঙ্গীকারবদ্ধ। পরিবেশ সংরক্ষণ, সংস্কৃতি, এবং আমাদের যুবকদের ক্ষমতায়নের জন্য রাজ্য সরকার দায়বদ্ধ।

- ত্রিপুরাকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে রাজ্য সরকার যে রূপান্তরমুখী পদক্ষেপ নিয়েছে তা আপনাদের সাথে ভাগ করে নিতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি। আমরা ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছি, কিন্তু এই প্রাপ্ত সাফল্যের নিরিখে আমরা থেমে থাকছি না। এক সুনির্দিষ্ট সমতাভিত্তিক এবং স্পন্দনশীল সম্মিলিত দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা আমরা রাজ্যেকে পরিচালনা করতে চাই, যেন এ রাজ্যের প্রত্যেক নাগরিকসমৃদ্ধ হতে পারে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা বেশ কিছু রূপান্তরমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি, সেগুলির কয়েকটি আমি উল্লেখ করছি ঃ-
- দুই অঙ্কের জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে পরিকাঠামো উন্নয়ন, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং সামাজিক কল্যাণ কর্মসূচির ওপর গুরুত্ব দিয়ে আমরা মূলধন ব্যয় বৃদ্ধি করেছি। বাণিজ্যিক সংস্কার ও কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে বাণিজ্যিক প্রক্রিয়াগুলিকে ঢেলে সাজিয়ে সহজে ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা হচ্ছে । এর ফলে উদ্যোক্তা, বিনিয়োগকারী এবং নাগরিকদের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে ।
- আমাদের ই-অফিস কার্যকরের উদ্যোগটি রেকর্ড সময়ে মন্ত্রিসভা থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতস্তর পর্যন্ত সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে । ৯২ শতাংশ গ্রামে 4G সংযোগের সুবিধা লাভ হয়েছে। ডিজিটাল ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে সুশাসনে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করবে।
- 'মুখ্যমন্ত্রী দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পে'-র আওতায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, আই ও টি (Internet of things) , সাইবার নিরাপত্তা, 5G প্রযুক্তি এবং ড্রোন প্রযুক্তির মতো উন্নত কোর্সের মাধ্যমে কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এর ফলে আমাদের যুব সমাজ ভবিষ্যতে উপযোগী দক্ষতায় সমৃদ্ধ হবে ও আন্তর্জাতিকস্তরে প্রতিযোগিতামুখী হয়ে উঠবে।
- আমরা সুশাসন দপ্তর এবং State Institute for Transformation স্থাপন করেছি, যা আমাদের জ্ঞান অর্জন এবং প্রশাসন পরিচালানার একটি প্ল্যাটফর্ম । এছাড়াও আমি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ Vision Indicators-2047 এবং রাজ্য সরকারের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য অর্জনের কৌশলসমূহ তুলে ধরছি ।

শিল্প ও বিনিয়োগ খাতে আমরা মূলত আলোকপাত করছি -

* কৃষির উপর শ্রমশক্তির নির্ভরশীলতা ৫০ শতাংশ হ্রাস করার উপর ।
* পার্শ্ববর্তী দেশ ও ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য ১ লক্ষ কোটি টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা ।
* ২০৪৭ সালের মধ্যে পর্যটন দ্বারা Gross State Domestic Product অন্তত ১৫ শতাংশ অবদান নিশ্চিত করা।

পরিকাঠামো, যোগাযোগ এবং লজিস্টিক সেক্টরে, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হল ঃ

* সেচের আওতায় ৮০ শতাংশ চাষযোগ্য এলাকা অর্জন।
* ১৫০ কিলোমিটার নদীর নাব্যতা সৃষ্টি করা ।
* সমস্ত রেলওয়ে স্টেশন, বিমানবন্দর, হেলিপ্যাড, নদী বন্দর, পর্যটন স্থান, ইকো পার্ক, আন্তর্জাতিক সীমান্তের সাথে চার লেন সড়ক যোগাযোগ তৈরি করা।
* রাজ্যে অতিরিক্ত বিমানবন্দর চালু করা ও লজিস্টিক পরিষেবার বিকাশ ঘটানো ।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন সেক্টরে যা করতে চাই, তা হল ঃ

* বনজ উৎপাদিত সামগ্রীর মূল্য পাঁচ গুণ বৃদ্ধি করা।
* খুব ঘন বনের পরিমাণ অন্তত ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি করা, যাতে Gross State Domestic Product প্রায় ২৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে।
* বনাঞ্চলে জলাশয় আড়াই গুণ বৃদ্ধি এবং
* আগর কাঠের অর্থনীতি ১০ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত করা।

প্রাইমারি সেক্টরে ঃ

* ৭৫শতাংশ কৃষিজ ফসলকে Risk Management -এর আওতায় আনা
* সমস্ত প্রধান ফসলের জন্য উৎপাদনশীলতা তিনগুণ করা
* কৃষকদের আয় ৫ গুণ বাড়ানো
* কৃষি সহায়তা চার গুণ বৃদ্ধি
* মাছের উৎপাদন তিনগুণ বৃদ্ধি এবং
* উচ্চ মূল্যের মাছের উৎপাদন ২৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা।

সামাজিক ক্ষেত্রে ঃ

* সমস্ত বিদ্যালয়ে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ও বৃত্তিমূলক ল্যাব প্রদান করা ।

*সমস্ত স্নাতক,স্নাতকোত্তর এবং গবেষণারত শিক্ষার্থীদের জন্য ইন্টার্নশিপ চালু করা।

* একটি মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন।

* ত্রিপুরায় স্পেশালিটি এবং সুপার স্পেশালিটি স্বাস্থ্য পরিষেবায় স্বনির্ভরতা অর্জন করা

* ক্রীড়াক্ষেত্রে রাজ্যকে অগ্রণী রাজ্য হিসাবে গড়ে তোলা।

সুশাসন সেক্টরে ত্রিপুরাকে ডিজিটাল সোসাইটি হিসেবে গড়ে তোলার ওপর জোর দিচ্ছি।

- স্থিতিশীল এবং সমৃদ্ধ রাজ্যের পথ প্রশস্ত করতে আমি রাজ্য সরকারের কয়েকটি মূল মাইলফলক এবং প্রচেষ্টার উপর জোর দিতে চাই ।
- রাজ্যের রাবার, বাঁশ, গ্যাস, পর্যটন এবং স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের মতো ক্ষেত্রগুলিতে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমাদের সরকার **'ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন ইনসেনটিভ স্কীম- ২০২৪'** চালু করেছে।
- শিল্প স্থাপনের প্রক্রিয়া সহজতর এবং অনুকুল বাণিজ্যিক পরিবেশ তৈরী করতে **স্বাগত পোর্টাল (SWAGAT PORTAL)** চালু করা হয়েছে যা, Ease of Doing Business নীতিকে বাস্তবায়িত করবে।
- তরুন উদ্যোগপতিদের জন্য যুব ত্রিপুরা, নতুন ত্রিপুরা, আত্মনির্ভর ত্রিপুরা নামে আমরা বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হচ্ছে, উদ্যোগপতিদের পরিচর্চা, বিনিয়োগে উৎসাহিত করা এবং রাজ্যে শিল্পের বৃদ্ধি ও উন্নয়নে যুব সমাজকে ক্ষমতায়ন প্রদান করা।
- রাজ্যের প্রথম চা নিলাম কেন্দ্রের (TEA AUCTION) ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। এই উন্নয়ন রাজ্যের উৎপাদিত উচ্চ গুণমানের চায়ের বাজারজাতকরণ এবং বিতরণ ব্যবস্থাকে সুনিশ্চিত করার মাধ্যমে চা শিল্পে নতুন একটি যুগের সূচনা করবে । এর ফলে বার্ষিক প্রায় ৯ বিলিয়ন কিলোগ্রাম উৎপাদনের মাধ্যমে ত্রিপুরা দেশের পঞ্চম বৃহত্তম চা উৎপাদনকারী রাজ্য হিসেবে পরিগণিত হবে।

পর্যটন ঃ

- আমাদের সরকার পর্যটন পরিকাঠামো উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ যেমন **'স্বদেশ দর্শন এবং প্রসাদ স্কীমের'** আওতায় এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় ও পাবলিক-প্রাইভেট পাটনারশিপ মডেলের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য

অগ্রগতি অর্জন করেছে । এর ফলে আধুনিক সুযোগ সুবিধাযুক্ত সুসজ্জিত অনেকগুলি পর্যটন স্থলের উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে।

- রাজ্যে পর্যটনের প্রসারে মণিপুরের খুংসুং ও আগরতলার মধ্যে সংযোগকারী আগরতলা-জিরিবাম জনশতাব্দী এক্সপ্রেসে ভিস্তাডোম কোচ চালু করেছে রেলমন্ত্রক। এই উদ্যোগ পর্যটকদের এক অনন্য অভিজ্ঞতা প্রদান করবে এবং এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে তুলে ধরবে ।

স্কিল ডেভেলপমেন্ট (Skill Development) ঃ

- রাজ্য সরকার ১৯টি শিল্প প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের আধুনিকীকরণ ও সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস এর সাথে একটি মউ স্বাক্ষরকরেছে। এই সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার লক্ষ্য শিল্পের প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কোর্সের পাঠ্যক্রমটি পুনর্নির্মান করা, যাতে শিক্ষার্থীরা চাকুরির বাজারের সাথে প্রাসঙ্গিক প্রশিক্ষণ পেতে পারে ।
- **প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা উদ্যোগে** উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে। প্রায় ৫০হাজার আবেদনকারী এই কর্মসূচিতে নিবন্ধন করেছেন। এখন পর্যন্ত ২০টি দক্ষতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং ১ হাজার ৩৭৭টি ঋণের জন্য আবেদন পাওয়া গেছে। এটি যুবকদের মধ্যে দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়ক হবে।

মহিলা ক্ষমতায়ন ঃ

রাজ্য সরকার মহিলাদের ক্ষমতায়নে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে । এর মধ্যে রয়েছে :

- কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা রক্ষায় রাজ্য সরকারের চাকুরীতে মহিলাদের জন্য ৩৩% পদ সংরক্ষিত করা ।
- মহিলা স্টার্ট-আপগুলিকে বন্ধকহীন ঋণ প্রদান, শিল্প উদ্যোগকে উৎসাহিত করা এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে।
- মহিলাদের সহায়তায় একটি টোল-ফ্রি হেল্পলাইন এবং জেলা মহিলা **হাব** গঠন করা হয়েছে।
- ব্যবসা-বাণিজ্যে মহিলাদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে সরকারি মার্কেট স্টল বন্টনে ৫০ শতাংশ মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ।
- উচ্চশিক্ষায় মহিলাদের সুযোগ বাড়াতে সরকারি ডিগ্রি কলেজের ছাত্রীদের টিউশন ফি মুকুব করা হয়েছে।

- মহিলাদের সমষ্টিগত ক্ষমতায়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ৪ লক্ষ ৭১ হাজার গ্রামীণ মহিলাকে স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীতে যুক্ত করা হয়েছে।
- গ্রামীণ মহিলা উদ্যোক্তা **'লাখপতি দিদি'**-দের উন্নয়নে সহায়তা করা হচ্ছে। বর্তমানে ৮৩ হাজার ৪২৪ জন **'লাখপতি দিদি'** সুবিধাভোগী রয়েছেন ।
- সম্পত্তির মালিকানাতে উৎসাহিত করতে সম্পত্তি রেজিস্ট্রেশনে মহিলাদের জন্য স্ট্যাম্প ডিউটিতে ১ % হ্রাস করা হয়েছে ।
- মহিলা ক্রীড়া প্রতিভাদের সহায়তার জন্য **'মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য প্রতিভা অনুসন্ধান'** কর্মসূচির আওতায় ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- মহিলা ও কিশোরীদের নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করতে নগর শাসিত স্থানীয় সংস্থাগুলিতে 'পিংক টয়লেট' চালু করা হয়েছে।

পানীয় জল ঃ

- পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে মোট ৭লক্ষ৪৯ হাজার পরিবারের মধ্যে ৬ লক্ষ ১৩ হাজার অর্থ্যাৎ ৮২% গ্রামীণ পরিবারকে নলবাহিত পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে ।
- আয়রন দূষণের সমস্যা মোকাবেলায় ও পানীয় জলের গুণগতমান উন্নয়নে ১ হাজার ১৭১টি আয়রণ রিমুভ্যাল প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে।
- রাজ্যব্যাপী চ্যালেঞ্জিং ভূখন্ডগুলিতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ প্রকল্প এবং ছড়ার জল শোধন কেন্দ্র সহ ৪৭১টি **Innovative Scheme** বাস্তবায়ন করা হচ্ছে । এই উদ্যোগগুলি নিরাপদ ও পরিশ্রুত পানীয়জল সুনিশ্চিত করতে গ্রামীণ এলাকার জনগণের জীবনযাত্রার উন্নতিতে রাজ্য সরকারের দায়বদ্ধতাকে তুলে ধরে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিকাঠামো ঃ

- দক্ষ স্বাস্থ্য কর্মী বাড়াতে রাজ্যের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে **MBBS** আসনের সংখ্যা ২০০ থেকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে ৪০০ করা হয়েছে।
- রাজ্যের মূখ্য রেফারেল হাসপাতাল GBP হাসপাতালে রোগীদের শয্যা সংখ্যা ৭২৭ থেকে বাড়িয়ে ১ হাজার ৪১৩ করা হয়েছে।

- ডেন্টাল স্বাস্থ্য পরিসেবা সম্প্রসারণের জন্য বার্ষিক ৫০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে আগরতলা সরকারি ডেন্টাল কলেজ নামে একটি নতুন ডেন্টাল কলেজ স্থাপিত হয়েছে।
- নার্সিং শিক্ষার উন্নতিতে ত্রিপুরার নার্সিং ইনস্টিটিউটটিকে আগরতলা সরকারি নার্সিং কলেজে উন্নীত করা হয়েছে।

বেসরকারি ক্ষেত্রের অংশগ্রহণ ঃ

- রাজ্যে নার্সিং এবং ফার্মাসি শিক্ষার প্রসারে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য সেবাতে PPP মডেলকে তুলে ধরা হচ্ছে।

বিশেষযজ্ঞ চিকিৎসা ঃ

- শিশুদের জন্মগত হৃদরোগের (**CHD**) চিকিৎসার জন্য চেন্নাইয়ের অ্যাপোলো শিশু হাসপাতালের সাথে একটি মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- রাজ্যে প্রথমবার কিডনি প্রতিস্থাপনের সুবিধা চালু করা হয়েছে। এই উদ্যোগ চিকিৎসা পরিষেবার পরিসরকে আরও প্রসারিত করবে

স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্প ঃ

- প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় (PMJAY) প্রায় ১৫ লক্ষ সুবিধাভোগী আয়ুষ্মান ভারত কার্ড পেয়েছেন, যা চিকিৎসা ব্যয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয় ।
- ৪ লক্ষেরও বেশি ব্যক্তিকে মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় কার্ড দেওয়া হয়েছে, যা একই সুবিধা প্রদান করবে।

স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা ঃ

- সহজে স্বাস্থ্য পরিসেবা প্রদানের জন্য রাজ্যে ১ হাজার ১২৮টি আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির চালু রয়েছে ।
- স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং স্ক্রিনিংয়ের জন্য সমস্ত আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরে প্রতি শনিবার আয়ুষ্মান মেলা অনুষ্ঠিত হয় ।

যক্ষ্মা নির্মূলীকরণ ঃ

- জাতীয় লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ২০২৫ সালের মধ্যে যক্ষ্মা নির্মূলীকরণের উদ্দেশ্যে সমস্ত স্বাস্থ্য সুবিধাকে উন্নত করা হয়েছে।

সাশ্রয়ী মূল্যের ঔষুধ (Affordable Medicine) ঃ

- জনসাধারণকে সাশ্রয়ী মূল্যে ঔষধ সরবরাহ করতে ২৫টি জনঔষধি কেন্দ্র বর্তমানে চালু রয়েছে।
- আরও ৮টি জন-ঔষধি কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব রয়েছে, যা স্বাস্থ্য পরিসেবার সুযোগকে প্রসারিত করবে।
- চিকিৎসা শিক্ষা, পরিকাঠামো, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা, স্বাস্থ্য বীমা এবং কম মূল্যের ঔষধের লভ্যতার এই উদ্যোগগুলি রাজ্যের উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার চিত্রকে প্রতিফলিত করছে।

শিক্ষা ঃ

- রাজ্য পর্ষদের পরীক্ষায় অকৃতকার্য প্রার্থীদের ফলাফলের দু'মাসের মধ্যে পুনরায় পরীক্ষায় সুযোগ দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার **'বছর বাঁচাও'** পরীক্ষা চালু করেছে।
- প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর ১০০ জন শিক্ষার্থীকে মাসিক ৫ হাজার টাকা করে বৃত্তি প্রদানের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর স্কলারশিপ ফর অ্যাচিভারস টুওয়ার্ডস হায়ার লার্নিং (**CM- SATH**) স্কিমচালু করা হয়েছে।
- পর্ষদের দশম শ্রেণির পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্যে নির্বাচিত ৩০ জনকে বিনামূল্যে দুই বছর JEE ও NEET এন্ট্রাস পরীক্ষার কোচিং-এর জন্য **'Super-30'** প্রকল্প চালু করা হয়েছে।
- ছাত্রছাত্রীদের পড়া, বোঝা এবং সংখ্যা গোণার দক্ষতা বাড়ানোর জন্য **'নিপুন ত্রিপুরা'** চালু করা হয়েছে।
- উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করতে বিদ্যালয়গুলিতে **Tinkering Lab** স্থাপন করা হয়েছে।
- শিক্ষায় প্রযুক্তিকে সংহত করতে **ICT in school** প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- তথ্য প্রযুক্তি, ইলেকট্রনিক্স, কৃষি এবং আরও অনেক সেক্টরে স্কুলগুলিতে বৃত্তিমূলক শিক্ষা চালু করা হয়েছে ।
- শিক্ষায় প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা অর্জনে ৮৫৪টি বিদ্যালয়ে **Digital Infrastructure (Smart Class)** চালু করা হয়েছে।

- দিব্যাঙ্গ শিশুদের শিক্ষায় সহায়তার জন্য **'সক্ষম ত্রিপুরা'**প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ বাস্তবায়ন ঃ

- সর্বশেষ শিক্ষাগত নির্দেশিকার সাথে সামঞ্জস্য রেখে রাজ্যে সমস্ত বিদ্যালয়ে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি সফলভাবে গৃহীত হয়েছে।
- শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক বিকাশে **নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি-**২০২০ এর নির্দেশিকা অনুসারে স্কুলগুলিতে সামাজিক ও সংবেদনশীল শিক্ষার পাঠ্যক্রম **SAHARSH** চালু করা হয়েছে।
- শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল শিক্ষা প্রদানের জন্য শিক্ষার বিকল্প পদ্ধতি হিসাবে ৫টি **'পি এমই-বিদ্যা (PM E-Vidya) টিভি চ্যানেল'** চালু করা হয়েছে এবং সেগুলিকে স্মার্ট ক্লাসের সাথে যুক্ত করা হয়েছে।
- শিক্ষকদের ক্লাসে উপস্থিতি এবং ডিজিটাল শিক্ষার উপর নজরদারি, জবাবদিহিতা এবং দক্ষতা নিশ্চিত করতে **বিদ্যা সুরক্ষা কেন্দ্র** চালু করা হয়েছে।
- গুণগত শিক্ষা প্রদান এবং উৎকর্ষ প্রসারের লক্ষ্যে ৮২-টি **পিএম-শ্রী** স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

পরিবহন ঃ

- রাজ্য সরকার M/S TATA Motors-এর সঙ্গে PPP মডেলে ১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে জিরানিয়ায় **Institute of Driving Training and Research** স্থাপিত হয়েছে এবং তা চালু রয়েছে।
- রেল পরিবহনের ক্ষেত্রে সুবিধা বাড়াতে এবং এই অঞ্চলের নাগরিকদের চাহিদা মেটাতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে গত ১৬ জুন, ২০২৪ থেকে **Kanchanjunga Express-**কে সাব্রুম পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেছে । এরফলে দক্ষিণ জেলার জনগণের দীর্ঘ দিনের চাহিদা পূরণ হয়েছে।
- রেল যোগাযোগ এবং উন্নতিকরণের ক্ষেত্রে এই রাজ্য অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছে। আগরতলা-কলকাতা **গরীব রথ এক্সপ্রেস** আগরতলা থেকে কলকাতা রুটে চলাচল শুরু করেছে যা রাজ্যের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং বাণিজ্যের প্রসার ছাড়াও পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির রোগী, শিক্ষার্থী এবং অন্যান্য যাত্রীদের উপকারে আসবে । এছাড়াও **আগরতলা-দেওঘর-আগরতলা এক্সপ্রেস** এবং আরেকটি

আগরতলা-কলকাতা-আগরতলা স্পেশাল ট্রেনকে এখন এসি-৩ টায়ার ইকোনমি কোচ সহ একটি আধুনিক COACH-এ রূপারন্তরিত করা হয়েছে।

- রাজ্যে রেল পরিষেবার ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রায় ১৯টি ট্রেন আগরতলা থেকে দিল্লী, কলকাতা, ব্যাঙ্গালুরু গৌহাটি, দেওঘর, ফরিদাবাদ ফিরোজাবাদ ও মুম্বাই-এর মধ্যে চলাচল করছে ।
- উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে আগরতলা MBB বিমানবন্দর দ্বিতীয় ব্যস্ততম বিমানবন্দর হিসাবে পরিগণিত হয়েছে । প্রতিদিন বিভিন্ন বিমান সংস্থার প্রায় ৩০টি বিমান আসা-যাওয়া করছে এবং প্রায় ৪ হাজারের মতো যাত্রী এই বিমানবন্দরে যাতায়াত করছেন । সম্প্রতি সর্বভারতীয়স্তরে Customer Satisfaction Survey অনুসারে আগরতলা এম বি বি বিমানবন্দর সারা দেশে ১০-ম স্থানে রয়েছে। আগরতলা থেকে দিল্লী,কলকাতা,ব্যাঙ্গালুরু,গৌহাটি ও ইম্ফলের মধ্যে নিয়মিত বিমান চলাচল রয়েছে এবং শীঘ্রই হায়দ্রাবাদের সাথে বিমান যোগাযোগ চালু হবে ।

বিদ্যুৎ ঃ

- রাজ্য সরকার বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে Asian Development Bank-এর
  আর্থিক সহায়তায় ২ হাজার ২৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে Tripura Power Distribution Strengthening and Generation Efficiency Project রূপায়ন করছে।

- রাজ্য, ৮০৩ কোটি টাকা ব্যয়ে Revamped Reformed Based Result Linked Distribution Sector Scheme রূপায়ন করছে ।
- PM-JANMAN প্রকল্পে, ভারত সরকার ত্রিপুরার রিয়াং সম্প্রদায়ের পরিবারের বিদ্যুতায়নের জন্য ৬০ কোটি ৬ লক্ষ টাকা অনুমোদন করেছে এবং ৩ হাজার ৬১৮টি পরিবারকে ইতোমধ্যে On-Grid Mode-এ বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে।
- ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসন কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে, সকল শরণার্থী শিবিরে বসবাসকারী ৪ হাজার ৫১২টি পরিবারকে বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে ।

কৃষি ঃ

- প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মাননিধি-র (**PM-KISHAN**) অধীনে ২০২৩-২৪ সালে ২ লক্ষ ৩৬ হাজার কৃষকের অ্যাকাউন্টে ১৩১ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা সরাসরি প্রদান করা হয়েছে।
- প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনায় রাজ্য সরকার **'মুখ্যমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা'** নামে একটি পরিপূরক উদ্যোগ চালু করে প্রিমিয়ামের প্রায় ৯৫ শতাংশ কৃষকের অংশ বহন করেছে। এরফলে ২০২৩-২৪ সালে ৩ লক্ষ ৮১ হাজার কৃষকদের ফসল বীমা করা হয়েছে ।

- কৃষি শ্রমিক সংকট নিরসনে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৮ হাজারের বেশি বিভিন্ন ধরণের আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।
- কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর ভূমি রেকর্ড এবং রিয়েল-টাইম ফসল জরিপের জন্য **Unified Farmer Database**তৈরির কাজটি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং আজ অবধি এই পোর্টালে ৩ লক্ষ ৩০ হাজার ৫০০ জন কৃষকের বিবরণ নিবন্ধিত হয়েছে।

সেচ (Irrigation) ঃ

- রাজ্য সরকার ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে মোট ১ লক্ষ ২১ হাজার ৫১২ হেক্টর চাষযোগ্য জমিকে নিশ্চিত সেচের আওতায় নিয়ে এসেছে।

- ২০২৪-২৫ থেকে ২০২৭-২৮ সাল পর্যন্ত চার বছরের মধ্যে রাজ্য সরকার নিশ্চিত সেচের আওতায় ৩০ হাজার ৮৪ হেক্টর জমিতে ৪৭টি ক্ষুদ্র সেচ সংরক্ষণ প্রকল্প অর্থাৎ বৃষ্টির জল সংগ্রহের কাঠামো, ৫টি ডাইভারশন স্কিম, ৫০০টি গভীর নলকূপ প্রকল্প, ৩৫টি উত্তোলন সেচ প্রকল্প এবং ৫ হাজার ৩৫১টি অগভীর টিউবওয়েল স্কিম নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছে ।

বন ঃ

- রাজ্য সরকার জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে পরিবেশগত সুরক্ষা বাড়ানোর প্রচেষ্টায় নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। ২০১৮-১৯ থেকে ২০২৩-২৪ সালের মধ্যে প্রায় ৩৩ হাজার ৬২০ হেক্টর বনভূমি এবং প্রায় ২ হাজার ৫০৫ কিলোমিটার রাস্তার ধারে এবং নদীতীরে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। ৩১ মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত প্রায় ১২ হাজার ৬৩২ হেক্টর বনাঞ্চলে বনায়ন করা হয়েছে।

- ২০২৩-২৪ সালে মাটির সামগ্রিক আর্দ্রতা এবং বৃষ্টির জল সংগ্রহের জন্য বনাঞ্চলে অমৃত সরোবর সহ ৩৫১টি চেকড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে।এই চেকড্যামগুলি যৌথ বন পরিচালনা কমিটি ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে মৎস্য চাষও সেচের জন্য হস্তান্তর করা হয়েছে।
- মুখ্যমন্ত্রীর স্বনির্ভর পরিবার যোজনার অধিনে বন দপ্তর প্রায় ২ লক্ষ পরিবারের মধ্যে ১০ লক্ষ চারা বিতরণের মাধ্যমে গ্রামীণ পরিবারের নাগরিকদের মধ্যে পুষ্টি, পরিবেশগত এবং আর্থিক স্বনির্ভরতা বাড়ানোর পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এখনও পর্যন্ত ৭৪৯টি গ্রামে ১ লক্ষ ৫৮ হাজার পরিবারকে মোট ৭ লক্ষ ৯২ হাজার চারা বিতরণ করা হয়েছে।
- সকল অংশের জনগণের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে রাজ্য সরকার সফলভাবে বৃক্ষরোপণ অভিযান পরিচালনা করেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের জন্য ৫ জুলাই, ২০২৪ একটি গণ বৃক্ষরোপণ অভিযান আয়োজিত হয়েছিল যেখানে রাজ্যজুড়ে ৫ মিনিটে মোট ৬ লক্ষ ২১ হাজার চারা রোপণ করা হয়েছিল ।

খাদ্য জনসংভরণ ও ভোক্তা বিষয়ক ঃ

- কৃষকদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের সরকার ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান সংগ্রহের কাজ শুরু করেছিল, যা এখনও অব্যাহত রয়েছে। এখনও অবধি রাজ্য সরকার মোট ২লক্ষ ০৮ হাজার মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ করেছে যার মধ্যে মোট ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ৪০৫ কোটি ৯ লক্ষ টাকা । ৩৬ হাজার ৪১১ মেট্রিকটন ধান গত এক বছরে সংগ্রহ করা হয়েছে যার ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ৭৮ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা।

- কোভিড-১৯ মহামারি পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের দুর্বল অংশের জনগণের সহায়তার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে, ভারত সরকার প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ অন্ন যোজনার অধীনে একটি নতুন সমন্বিত কর্মসূচি চালু করেছে, যা জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইনের অধীনে নিয়মিতভাবে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য প্রদানের সংস্থান করছে। এই প্রকল্পের অধীনে গত এক বছরে রাজ্যে প্রায়োরিটি হাউজহোল্ড এবং অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার সুবিধাভোগীদের বিনামূল্যে মোট ১ লক্ষ ৬১ হাজার মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়েছিল, এতে ভর্তুকির পরিমান ৬৪৩ কোটি টাকা ।

- ব্রু রিয়াং শরণার্থী পরিবারগুলিকে Public Distribution System-এর আওতায় আনা, তাদের খাদ্য ও পুষ্টি সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার ৬ হাজার ২৫০টি পরিবারের মোট ২২ হাজার সদস্যকে রেশন কার্ড প্রদান করেছে । অবশিষ্ট ব্রু পরিবারগুলি স্থায়ী পুনর্বাসনে স্থানান্তরিত হলেই PDS-এর আওতায় আনা হবে ।

নগর উন্নয়ন

- এটা গর্বের বিষয় যে স্বচ্ছ সার্ভেকশন ২০২৩-(SWACHHASURVEKSAN)- এ রাজ্যের আগরতলা পুর নিগম সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন শহরের পুরস্কার পেয়েছে এবং ১ লক্ষের কম জনসংখ্যা বিভাগে রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে পরিস্কার শহর হিসাবে মোহনপুর পুর পরিষদকে ভূষিত করা হয়েছে।
- প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-শহরের আওতায় এখন পর্যন্ত ৯ হাজার ১৯১টি গৃহ নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে।গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা - শহরের আওতায় আরও ৪ হাজার ৩৭০টি গৃহ নির্মানের কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ডিবিটির মাধ্যমে সুবিধাভোগীর কাছে প্রায় ১০০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ত্রিপুরা অন্যতম সেরা বাস্তবায়নকারী রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

- রাজ্য সরকার আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজ পরিসরে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এছাড়াও আমবাসা পুর পরিষদ এলাকার গৃহহীনদের জন্য একটি দ্বিতল আশ্রয় কেন্দ্র নির্মানের কাজ চলছে।

- রাজ্য সরকার উদয়পুর, মেলাঘর, বিলোনীয়া, রানীরবাজার এবং মোহনপুর এই পাঁচটি শহরের বর্জ্য জল ও নোংরা জল শোধনের কাজ শুরু হয়েছে। অবশিষ্ট ছয়টি শহর ধর্মনগর, কৈলাশহর, কুমারঘাট, আমবাসা, খোয়াই এবং তেলিয়ামুড়ায় শীঘ্রই কাজ শুরু হবে । ১১টি শহরের জন্য প্রকল্প খরচ হবে ৯৫ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা।
- Tripura Urban Development Authority (TUDA)আগরতলা পুরনিগম ছাড়া বাকী ১৯টি শহরের মাস্টার প্ল্যান তৈরীর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

- রাজ্য সরকার টুয়েপ'র সাথে একত্রিত হয়ে আগামী ৫ বছরে ১৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে রাজ্য জুড়ে নগর পরিকাঠামোয় বিনিয়োগের জন্য মুখ্যমন্ত্রী নগর উন্নয়ণ প্রকল্প নামে একটি নতুন প্রকল্প প্রস্তাব করেছে।

গ্রাম উন্নয়ন (পঞ্চায়েত)

- রাজ্য সরকার নাগরিকদের জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াতে এবং গ্রামীণ স্থানীয় সংস্থাগুলিতে নাগরিকদের বৃহত্তর অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে বিভিন্ন কর এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের থেকে নানা ধরণের ফি আদায়ের জন্য বিভিন্নস্তরে এমন কি গ্রামস্তরেও UPI ভিত্তিক নগদহীন লেনদেন চালু করেছে।
- রাজ্য সরকার, ভারত সরকারের পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রকের রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযান প্রকল্পে, রাজ্যের মধ্যে এক্সপোজার ভিজিট পরিচালনার জন্য **গ্রাম অন্বেষণ** নামে একটি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই অভিযানে একটি গ্রামীণ স্থানীয় সংস্থার জনপ্রতিনিধি ও আধিকারিকগণ সর্বোত্তম অনুশীলনগুলি সম্পর্কে ধারনা নিতে অন্য একটি গ্রামীণ স্থানীয় সংস্থায় পরিদর্শন করবেন, যা তাদের নিজস্ব এলাকায় সর্বোত্তম সেই ব্যবস্থাগুলি প্রয়োগে সহায়তা করবে।
- রাজ্য সরকার ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন পরিচালিত পরীক্ষার মাধ্যমে ৩৯৫ জন পঞ্চায়েত এক্সিকিউটিভ অফিসার (গ্রুপ-সি, নন গ্রেজেটেড) নিয়োগ করেছে ।
- রাজ্য সরকার ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে **ব্যাক** ইয়ার্ড প্রাথমিক কর্মসূচি এবং বনায়ণের মাধ্যমে গ্রামীণ জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনায় ২ লক্ষ ৯৫ হাজার গ্রামীণ পরিবারকে সফলভাবে উপকরণ সরবরাহ করেছে।

জনজাতি কল্যাণ

- জনজাতিদের আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে রাজ্য সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার রয়েছে। এক্ষেত্রে বিশেষ করে শিক্ষার পরিকাঠামো নির্মান,দক্ষতা উন্নয়ন, প্রসার ও জনজাতিদের সংস্কৃতি সংরক্ষণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
- ৩৩হাজার ৯২৩ জন জনজাতি শিক্ষার্থীদেরকে বোর্ডিং হাউস স্টাইপেন্ড প্রদান করা হয়েছে। ৭৪ হাজার ৯১৪ জন পড়ুয়াকে প্রি-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ এবং পোস্ট ম্যাট্রিক স্কলারশিপ দেওয়া হয়েছে।
- রাজ্য সরকার ৫ হাজার ৯৪৬ জন জনজাতি শিক্ষার্থীদেরকে মেরিট অ্যাওয়ার্ড, ৪২২ জন শিক্ষার্থীকে এককালীন আর্থিক সহায়তা (One Time

Financial Support) এবং পাঠ্য পুস্তক সরবরাহ প্রকল্পে ১৬ হাজার ৬০০ জন জনজাতি শিক্ষার্থীদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে।

আইন :

- রাজ্য সরকার সারা রাজ্যে জেলা আইন পরিসেবা কর্তৃপক্ষ এবং মহকুমা আইন পরিসেবা কমিটির মাধ্যমে ১ হাজার ৮৬১ টি আইনি সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করেছে, এতে ৩ লক্ষ ৩৯ হাজার ১৯৭ জন মানুষ অংশ নেন ।
- গত ৮ অক্টোবর, ২০২৩-এ র‍্যাজের প্রতিটি জুডিশিয়াল স্টেশনে একটি বিশেষ লোক আদালতের আয়োজন করা হয়েছিল । এতে মোট ২৩ হাজার ২৮৩ টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য গ্রহণ করা হয়েছিল, এর মধ্যে মোট ১৬ হাজার১৪৪টি মামলার নিষ্পত্তি হয় এবং তার মাধ্যমে ৩৪ লক্ষ ২৩ হাজার ৮৪০ টাকা রাজস্ব সংগৃহীত হয় ।

শ্রমিক কল্যাণ ঃ

- রাজ্য সরকার **'নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্প-২'** চালু করেছে, যা নিবন্ধিত নির্মাণ শ্রমিক এবং তাদের পরিবাররের সদস্যদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রাপ্ত সুবিধা বৃদ্ধি করে সামাজিক সুরক্ষাকে নিশ্চিত করেছে । উক্ত প্রকল্পে বিবাহের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সুবিধা ২৫ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০ হাজার টাকা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় সহায়তা ৫ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০ হাজার টাকা, মাতৃত্বকালীন সুবিধা ৫ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৮ হাজার টাকা, পেনশন ৭০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১ হাজার টাকা করা হয়েছে । শিক্ষাক্ষেত্রে সুবিধা ৮ হাজার থেকে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে । স্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে সহায়তা ২০ হাজার টাকা থেকে ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে । দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর ক্ষেত্রে ৪০ হাজার টাকা থেকে ৪ লক্ষ টাকা করা হয়েছে।
- আয়ুষ্মান ভারত জন আরোগ্য যোজনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নথিভুক্ত নির্মাণ শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা হবে। নিবন্ধিত মহিলা নির্মাণ শ্রমিকদের তিন মাসের জন্য সবেতন মাতৃত্বকালীন ছুটি প্রদান করা হবে।

কর্মসংস্থান সেবা ও জনশক্তি পরিকল্পনা ঃ

- রাজ্য সরকার বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে ৪ হাজার ৯১০টি গ্রুপ সি এবং মাল্টি টাস্কিং স্টাফ (গ্রুপ-ডি) পদে নিয়োগের জন্য **ত্রিপুরা জয়েন্ট রিক্রুটমেন্ট বোর্ড**

গঠন করেছে। লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক, এগ্রি অ্যাসিস্ট্যান্ট ইত্যাদি পদে নিয়োগের জন্য ১ হাজার ৯৮০ জন প্রার্থীর চূড়ান্ত মেধা তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল এবং যোগ্য প্রার্থীরা রাজ্য সরকারের ৩৫টি দপ্তরে কাজে যোগদানে করেছেন।

- ২০২৩-২৪ সালে, জাতীয় কেরিয়ার পরিসেবা প্রকল্পের অধীনে বেসরকারী খাতে চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগের জন্য ১৭টি চাকরি মেলা ও নিয়োগ অভিযান রাজ্যে সংগঠিত হয়েছে । তাতে ৩২৪ জন প্রার্থী চাকুরির সুযোগ পেয়েছেন ।
- চাকরিপ্রার্থীদের সুবিধার্থে ২০২৪ সালের মার্চ মাসে বিলোনীয়ায় একটি নতুন জেলা কর্মসংস্থান এক্সচেঞ্জ স্থাপন করা হয়েছে।
- রাজ্যের ১০১৩টি স্কুল ও কলেজে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং প্রোগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল এবং এতে ১৫ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী/চাকুরিপ্রার্থী অংশ নিয়েছিল। একই সময়ের মধ্যে ৭ টি ক্যারিয়ার প্রদর্শনী কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছিল এবং ৩ হাজার ২৩৬ জন শিক্ষার্থী এই জাতীয় প্রোগ্রামে অংশ নিয়েছিল ।

পূর্ত দপ্তর ঃ

- পরিকাঠামো উন্নয়নকে রাজ্য সরকার অগ্রাধিকারের সাথে গুরুত্ব দিয়েছে । সেই অনুযায়ী বিদ্যমান সড়কগুলির রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেতুগুলির কাজ শেষ করার লক্ষ্যামাত্রা স্থির হয়েছে।বিশেষতঃ সমস্ত কাঠের সেতু এবং এমনকি পুরানো বেইলি সেতুগুলিও প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ২০২৩-২৪ সালে ৪৬২ কিলোমিটার সড়ক সংস্কার ও শক্তিশালীকরণ এবং ১১টি RCC সেতু নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও, ১ হাজার ৪০৪ কিলোমিটার রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণের কাজ এবং ৫৬৬ কিলোমিটার PMGSY সড়কের পুনঃ-নবীকরণের কাজ করা হয়েছে ।
- ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২৫০ কিলোমিটার সড়ক শক্তিশালীকরণও উন্নতি, ১৬৫০ কিলোমিটার রক্ষণাবেক্ষণ, ৮ টি আর সি সি সেতু নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে।
- পূর্ত দপ্তর মেকানিক্যাল শাখার সম্প্রসারণের মাধ্যমে এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতাল, আইজিএম হাসপাতাল এবং ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজের কাজের তদারকির জন্য নতুন মেকানিক্যাল সাব-ডিভিশন তৈরি করেছে।

- রাজ্য সরকার ২০২২-২৩ সালের মধ্যে ১২৩ কিলোমিটার PMGSY সড়ক নির্মাণ করেছে এবং ১০টি জনবসতিকে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং ৪টি দীর্ঘ স্প্যান সেতু সম্পন্ন হয়েছে। এপ্রিল, ২০২৩ থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ২৩ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে এবং ৫টি জনবসতি সংযুক্ত করা হয়েছে।
- বর্তমানে, PMGSY-1 এর আওতায় ১৫৬ কিলোমিটার দীর্ঘ ১০টি সেতু এবং ৪২টি সড়ক নির্মাণের কাজ চলছে । PMGSY-2- এর আওতায় ৪৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ১০টি সড়কের আপগ্রেডেশনের কাজ চলছে।PMGSY-3 এর অধীনে ২৩২ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ৩২টি রাস্তার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
- রাজ্য সরকার সমগ্র রাজ্যের সার্বিক পরিবহণ পরিকাঠামো তথা লজিস্টিক উন্নয়নের লক্ষ্যে উদয়পুরে মাল্টি মোডাল লজিস্টিক পার্ক নির্মাণের জন্য জমি চিহ্নিত করেছে। বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন তৈরির কাজ চলছে।

জাতীয় মহাসড়ক ঃ

- রাজ্যে ৯২৩ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ৬টি জাতীয় মহাসড়কের মধ্যে প্রায় ৪৯০ কিলোমিটার ইতিমধ্যে ডাবল লেন স্ট্যান্ডার্ডে উন্নীত করা হয়েছে । ২২৯ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের আরও ৪টি জাতীয় মহাসড়ক ঘোষিত হয়েছে।
- আগরতলা বাইপাসে (ওয়েস্টার্ন বাইপাস) পেভড শোল্ডার সহ চারলেনের সড়ক নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে, যা বিমানবন্দর হয়ে NH-8 আগরতলা বাইপাসের (আমতলির নিকটবর্তী) সঙ্গে NH-108B মহাসড়কের (লেম্বুছড়ার নিকটবর্তী) সংযোগ স্থাপন করবে। প্রাক-নির্মাণ কার্যক্রম চলছে।

কর ও আবগারি শুল্ক

- রাজ্য সরকার জিএসটি, ভ্যাট এবং আবগারি শুল্ক সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী কাজ করেছে। ২০২৩-২৪ এবং ২০২৪-২৫ (জুন, ২০২৪ পর্যন্ত) জিএসটি সংগ্রহের পরিমাণ যথাক্রমে ১ হাজার ৫৮৯ কোটি টাকা এবং ৪৭৭ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ এবং ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে (২৪ জুন পর্যন্ত) জিএসটি আদায়ের বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৯ শতাংশ এবং ১৩ শতাংশ।

যুববিষয়ক ও ক্রীড়া

- সম্প্রতি অনুষ্ঠিত জনজাতি খেল মহোৎসব ২০২৩-২৪ সালে, ত্রিপুরা ০৩টি স্বর্ণ, ০৩টি রৌপ্য, ০৫টি ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে। ৬৭ তম জাতীয় স্কুল গেমস ২০২৩-২৪ এ ত্রিপুরা ১১টি পদক (৭টি স্বর্ণ, ২টি রৌপ্য, ২টি ব্রোঞ্জ) জয় লাভ করেছে । খেলাধূলায় গুণগত মান বাড়ানোর জন্য বাধারঘাটের দশরথ দেব স্টেট

স্পোর্টস কমপ্লেক্সে Khelo India centre of Excellenceস্থাপন করা হয়েছে, যেখানে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে জেলা পর্যায়ে ১৩টি খেলো ইন্ডিয়া সেন্টারে কোচিং করানো হচ্ছে। সারা রাজ্যে ৪২টি কোচিং সেন্টার খুলেছে রাজ্য সরকার।

- পানিসাগরে একটি অ্যাথলেটিক ট্র্যাক নির্মানের কাজ সম্পন্ন হয়েছে, বাধারঘাটে অপরটি নির্মানের কাজ চলছে । বাধারঘাটে সিন্থেটিক হকি টার্ফ নির্মানের কাজ শেষ হয়েছে । পানিসাগরে Regional College of Physical Educationএ সুইমিং পুলের কাজ শেষ হয়েছে। রাজ্যে মোট ৭টি সেন্থটিক ফুটবল টার্ফ নির্মিত হয়েছে ।

তথ্য ও সংস্কৃতি ঃ

- সংস্কৃতির প্রসারে রাজ্য সরকারের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে । সারা বছর ধরে রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড সুনির্দিষ্টভাবে সম্পাদন করার জন্য তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর একটি কালচার‍্যাল ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করেছে। প্রতিঘরে সুশাসন কর্মসূচি-২ সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে ।
- ২০২২-২৩ সালে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ কর্মসূচি উদ্‌যাপিত হয়েছিল । এবছরও বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সারা রাজ্যে ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ কর্মসূচি উদ্‌যাপিত হচ্ছে।
- তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে খোয়াই-এ স্বাধীনতার বীর যোদ্ধা বিরসামুন্ডা এবং মোহনপুর মহকুমার সিমনায় সিধু-কানহু মুর্মুর মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে।
- নজরুল কলাক্ষেত্রে কমপ্লেক্সে ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণায়লের অধীন কলকাতার সত্যজিৎ রায় ফিল্ম এন্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের সাথে যৌথভাবে ‘ত্রিপুরা ত্রিপুরা ফিল্ম এন্ড টেলিভিশনের ইনস্টিটিউট’ স্থাপন করা হয়েছে। ত্রিপুরা ফিল্ম এন্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটে ডিজিটাল এডিটিং, সাউন্ড রেকর্ডিং ও ডিজাইনিং, স্ক্রিপ্ট রাইটিং, স্ক্রিন প্লে এবং মোবাইল জার্নালিজমের কোর্স সম্পন্ন হয়েছে ।

ভূমি ও সম্পত্তি ঃ

- এটা অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি ভূমি সম্পদ বিভাগের ডিজিটাল ইন্ডিয়া ল্যান্ড রেকর্ডস

মডার্নাইজেশন প্রোগ্রামের মূল উপাদানগুলির উপর স্যাচুরেশন অর্জনের জন্য ত্রিপুরা রাজ্য এবং রাজ্যের সাতটি জেলাকে **ভূমি সম্মান পুরস্কার** প্রদান করেছেন।

- মিউটেশনের পরেই ডিজিটাল মানচিত্র অন্তর্ভূক্ত করার জন্য রাজ্য **'ভূ-নক্সা'সফটওয়্যার** তৈরি করেছে, যা জমি রেকর্ড ব্যবস্থাপনাকে উন্নত করেছে, যা নাগরিক পরিসেবা প্রদান সুনিশ্চিত করছে।

স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) :

- গত এক বছরে রাজ্য **পুলিশ** প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে এবং অষ্টাদশ লোকসভার সাধারণ নির্বাচন এবং সদ্য

  অনুষ্ঠিত ত্রি-স্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে । ডাকাতি, চুরি, খুন, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ধর্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাধারণ অপরাধ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে।

- **নেশা মুক্ত অভিযানের** অঙ্গ হিসেবে গত এক বছরে সারা রাজ্যে ব্যাপক পুলিশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে এবং বিভিন্ন ধরনের প্রচুর নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে । এ ক্ষেত্রে পুলিশ সাফল্যও পেয়েছে ।
- ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম রিপোর্টিং পোর্টালের অধীনে ত্রিপুরা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইউনিট প্রতারণার অর্থ হিসাবে ১ কোটি ৮৫ লক্ষ ৭৯ হাজার ৫৭৫ টাকা বাজেয়াপ্ত এবং জালিয়াতি হিসাবে ১৬ লক্ষ ১১ হাজার ৮৯৩ টাকা উদ্ধার করেছে।
- ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের জন্য, ন্যায়বিচার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে এবং ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য, তিনটি নতুন ফৌজদারি আইন ২০২৩ যথা, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএন এস), ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (বিএন এস এস) এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম (বিএস এ) ১ লা জুলাই, ২০১৪ থেকে কার্যকর করা হয়েছে ।
- ত্রিপুরা পুলিশ ১৫০ বছর উদ্‌যাপন করেছে এবং ভারতের কয়েকটি রাজ্য পুলিশ সংস্থার মধ্যে ত্রিপুরা পুলিশ একটি, যাদের আইনের শাসন বজায় রাখার দীর্ঘ ইতিহাস এবং ঐতিহ্য রয়েছে।

- পরিশেষে, এই ভাবনা দিয়েই আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই যে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের সমবেত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতামূলক নেতৃত্বের মাধ্যমে আমরা সবাই মিলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজীর নেতৃত্বে বিকশিত ভারত এবং এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে পারব । নাগরিক সমাজ,স্থানীয় সম্প্রদায় এবং স্টেকহোল্ডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সমন্বয়েরমাধ্যমে আমরা বৃহত্তম অগ্রগতি এবং সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারি । আমাদের মিলিত অঙ্গীকার ও সহযোগিতার মধ্য দিয়ে আমরা এই রাজ্যকে আরও শক্তিশালী ও উন্নত রাজ্য হিসাবে গড়ে তুলতে পারি । সকলের জন্য এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার অঙ্গীকারই হোক আমাদের মহান স্বাধীনতা দিবসের মূল আহ্বান।

সবাইকে নমস্কার

জয়হিন্দ